সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র

ইতিহাস:

যেভাবে এলো এই মানবাধিকার ঘোষণা

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত হয় প্রায় ৭ থেকে ৯ কোটি মানুষ
- বিশ্বে শান্তি বজায় রাখতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ গঠন করেন
- ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ সব মানুষের অধিকারের একটি তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু করে
- যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ফার্স্ট লেডি ইলিনর রুজভেল্টের নেতৃত্বে একটি কমিটি এই তালিকা প্রণয়ন করে
- ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে
- এ জন্য প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালিত হয়

মানবাধিকার ঘোষণার কিছু বৈশিষ্ট্য

- এতে আছে একটি ভূমিকাসহ ৩০টি ধারা
- এটি বাস্তবায়নে দেশগুলো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, কিন্তু বাধ্য নয়
- এটি প্রথম ঘোষণা করে যে, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষ মুক্ত এবং স্বাধীন
- মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকারের স্বীকৃতি দেয়
- মানুষের ব্যক্তিগত অধিকারকে অবিচ্ছেদ্য হিসেবে ঘোষণা করে
- এটি কোন বিশেষ ধর্ম বা বর্ণের মানুষের জন্য নয়, সবার জন্য

মানবাধিকার ঘোষণার কিছু বৈশিষ্ট্য

ঘোষণাটিতে উল্লেখিত ৩০ টি অধিকারের মধ্যে আছে অন্যদেশে আশ্রয় লাভের অধিকার। আছে নির্যাতন থেকে মুক্তি, বাকস্বাধীনতা এবং শিক্ষার অধিকার। এতে নাগরিক হিসেবে কিছু রাজনৈতিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে, যেমন জীবনের অধিকার, স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার। এতে সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অধিকারের মতো অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মানবাধিকার রক্ষায় এই ঘোষণাপত্রের ভূমিকা

- সর্বজনীন মানবাধিকারের বিষয়টাকে সামনে তুলে আনে
- মানবাধিকার যে সব সময় সবার জন্য প্রযোজ্য তার স্বীকৃতি দেয়
- ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পথ খুলে দেয়
- এটিকে বলা হয় বিশ্ব মানবতার ম্যাগনা কার্টা

এই ঘোষণাপত্র কেন বর্তমান সময়েও গুরুত্বপূর্ণ

- এই সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দলিল
- প্রায় ৩৩৭টি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে
- বিশ্বে এখনো আছে যুদ্ধ, এখনো আছে সহিংসতা-মানবাধিকার লংঘণ, তাই এর প্রয়োজন
- এটি প্রয়োজন, কারণ এটি মানুষের অধিকারের সুনির্দিষ্ট দিকগুলো চিহ্নিত করে
- মানবতার পাশে দাঁড়ানোর জন্য এটি একটি অনুপ্রেরণা

এই ঘোষণাপত্র কেন বর্তমান সময়েও গুরুত্বপূর্ণ

- এটি বিশ্ব মানবতার জন্য কী প্রয়োজন, তার নির্দেশনা দেয়
- একমাত্র দলিল, যা বিশ্বের প্রায় সব দেশ দ্বারা স্বীকৃত
- অন্য অনেক সনদের অনুপ্রেরণা এই দলিল
- এই দলিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে করণীয় বাতলে দেয়

ব্যক্তি ও নাগরিক জীবনে এই ঘোষণার গুরুত্ব

- এটি ব্যক্তির বিকাশের জন্য অপরিহার্য অধিকারগুলোর স্বীকৃতি দেয়: জীবনের অধিকার, স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার
- রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিকাশের নিশ্চয়তা দেয়: যেমন: জীবনের অধিকার, স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার।
- এটি রাষ্ট্রের উপর ব্যক্তির সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেয়

স্বীকৃত অধিকারসমূহ

- সমতার অধিকার
- বৈষম্য থেকে মুক্তি
- জীবন, স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার
- দাসত্ব থেকে মুক্তি
- নির্যাতন এবং অবমাননাকর আচরণ থেকে মুক্তি
- আইনের সামনে একজন ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃতির অধিকার
- আইনের সামনে সমতার অধিকার

স্বীকৃত অধিকারসমূহ

- উপযুক্ত ট্রাইব্যুনাল দ্বারা প্রতিকারের অধিকার
- বিনাকারণে গ্রেফতার এবং নির্বাসন থেকে স্বাধীনতা
- ন্যায্য গণশুনানির অধিকার
- দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বলে বিবেচিত হওয়ার অধিকার।
- পরিবার, বাড়ি এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার
- দেশে এবং দেশের বাইরে অবাধ চলাচলের অধিকার

স্বীকৃত অধিকারসমূহ

- নিপীড়ন থেকে বাঁচতে অন্য দেশে আশ্রয়ের অধিকার
- একটি জাতীয়তার অধিকার এবং এটি পরিবর্তন করার স্বাধীনতা
- বিবাহ এবং পরিবারের অধিকার
- সম্পত্তির মালিকানার অধিকার
- বিশ্বাস ও ধর্মের স্বাধীনতা
- মতামত ও তথ্যের স্বাধীনতা
- শান্তিপূর্ণ সমাবেশ এবং সমিতির অধিকার
- সরকারে এবং অবাধ নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার
- সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার

স্বীকৃত অধিকারসমূহ

- পছন্দসই কাজের এবং ট্রেড ইউনিয়নে যোগদানের অধিকার
- বিশ্রাম এবং অবসরের অধিকার
- পর্যাপ্ত জীবনযাপনের অধিকার
- শিক্ষার অধিকার
- সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণের অধিকার
- একটি সামাজিক ব্যবস্থার অধিকার
- সম্প্রদায়ের পূর্ণ বিকাশের অধিকার
- উপরোক্ত অধিকারগুলিতে রাষ্ট্র বা ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ থেকে স্বাধীনতা

আসুন সবাই মানবধিকার রক্ষায় এগিয়ে আসি